দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার,ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৯টি পরিবারের মাঝে ঘরের চাবি হস্তান্তর

দামুড়হুদা উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান (২য় পর্যায়) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্বোধন করেন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন।

রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ, প্রকল্প কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী খালিদ হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য শফিউল কবির ইউসুফ, সহ দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কুুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ এনামুল করীম ইনু, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দীন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ২৯টি ভূমিহীন ও গৃগহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হয়।

এসময় ঘর পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে কোহিনুর বেগম নামে এক গৃহবধূ বলেন, আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিনি পাঁকা বাড়ির মালিক হবো, পরিজনদের নিয়ে সুন্দর একটি পাঁকা বাড়িতে মনের সুখে বসবাস করবো, সব যেন স্বপ্নের মতো লাগছে। আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দোয়া করি, আমার মাথার যতগুলো চুল আছে, আল্লাহ তাকে ততদিন হায়াত দান করেন, আমিন আমিন, আমিন।

মেহেরপুরে ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২৭ জন, গাংনীতে ৫ জন এবং মুজিবনগরে ২ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৮৯। তার মধ্যে ৩৪ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৯১ জন। সদরে ৯৯ জন, গাংনীতে ১১৪ জন এবং মুজিবনগরে ৭৮ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৩৩ জন। সদর-১৩, গাংনী-১৩ এবং মুজিবনগর- ৭ জন।

সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ৪ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে বেড়েছে করোনায় আক্রান্তের হার ও মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় ৯০ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধিন করোনা উপসর্গ নিয়ে অবস্থায় মারা গেছেন ৪ জন। এর মধ্যে ঝিনাইদহে দুইজন ও মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন।

শহরের আরাপুর এলাকার চাঁদপাড়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে শাহ আলম (৫০) নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে।ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ক্যান্সার আক্রান্ত এক শিশু করোনায় মারা গেছেন। হাসপাতালের ক্যাশিয়ার আব্দুস সালামসহ অন্তত ১০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর অবস্থা আশংকা জনক হয়ে উঠেছে।তাদের প্রত্যেকের হাই ফ্লো অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।ঝিনাইদহ করোনা ইউনিটের চিকিৎসক ডাঃ জাকির হোসেন এ সব তথ্য জানান।

তিনি বলেন মানুষ নিয়মের মধ্যে না আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে।ভারতের মতো মৃত্যুর মিছিল শুরু হতে পারে।কিন্তু এতো প্রচার প্রচারণার পরও মানুষ সচেতন হচ্ছে না।তিনি বলেন,শনিবার পরিস্থিতি এতাটাই খারাপ ছিল যে ৫০ শয্যার করোনা ইউনিটের শয্যা বাড়িয়ে প্রায় একশ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, রোববার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ১’শ ৬৪ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে।এদের মধ্যে ৯০ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।সনাক্তের হার ৫৪ দশমিক ৮৭ ভাগ।এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৩’শ ৯৬ জনে। ২৪ ঘন্টায় ৪ জনের মৃত্যুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ৬৬ জনে। তবে ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দেওয়া তথ্যমতে এ পর্যন্ত তারা করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ৮১ জনের লাশ দাফন করেছে।এর বাইরেও অনেকের পরিবার নিজ দায়িত্বে স্বজনদের লাশ দাফন করেছে।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলায় করোনার সংক্রমনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি।হাট-বাজার,দোকান-পাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক,ছাড়াই কেনা-বেচা করছে ক্রেতারা। শহরের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকলেও নিদের্শনা থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। গাদা-গাদি করে হাট-বাজারে চলাচল করতে দেখা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ জানান,৫০ বেড়ের করোনা ওয়ার্ডে ৫১ জন রোগ ভর্তি আছে। স্থান সংকুলান না আরো ৫০ বেডের একটি নতুন করোনা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে।সদর হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার জন্য ভিড় লেগে গেছে। মানুষ লাইনে দাড়িয়ে নমুনা দিচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে (২য় পর্যায়) গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

রবিবার সকাল এগারো টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৫০ জন গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের কাছে বাড়ির দলিল ও চাবি প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জেয়ার্দ্দার ছেলুন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান। উক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাজিয়া আফরীন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা সদর নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন সহ জেলা কর্মকর্তা।

উক্ত অনুষ্ঠানে ২ য় পর্যায়ের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে মোট ১৭৫ টি ঘর পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক বিশেষ এই উপহার। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৫০ টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে ।এ পর্যায়ে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৪৫ টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ৩০ টি,জীবননগর উপজেলায় ৫০ টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হলো। এসময় প্রতিটি পরিবারকে দুই শতক জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়ায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট বনি আমীন বলেছেন, সরকার চায় না শিক্ষিত তরুণ শুধু চাকরি খুঁজবে, বরং তারা নতুন চাকরির ব্যবস্থা করবে। সে জন্য দেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার। আর তারই ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা চালু করেছে।

রবিবার সকালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’র (বিডা) উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প কুষ্টিয়ার আয়োজনে ও জেলাপ্রশাসন কুষ্টিয়ার তত্ত্বাবধানে ‘তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’ এই প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরে বিভিন্ন সেকশনে এক মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, উদ্যোক্তাদের পরিশ্রমি হতে হবে, সৃজনশীলতায় পরিপক্ক হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করবে।এজন্য এই প্রশিক্ষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প কুষ্টিয়ার প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক জনাব জাফর আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘এ প্রকল্পের তরুণ প্রশিক্ষণার্থিদের মূল কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ নির্মাণ, অতীতে শ্রম নির্ভর কর্মকাণ্ডের ওপরে উন্নয়ন নির্ভর করত কিন্তু এখন প্রযুক্তি ও জ্ঞান নির্ভর সমাজ। আরও অনেক দূর যাবো, আমাদের যেতে হবে; তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের। উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ দরকার, চাকরি খোঁজা নয়, চাকরিদাতায় রূপান্তর হতে হবে।’ প্রশিক্ষণকে কাজে

লাগাতে পারলেই কেবল ব্যাক্তি জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। আর ব্যাক্তি জীবনে সফলতা আসলেই কেবল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করবে।

হরিণাকুণ্ডুতে স্বপ্নের ঠিকানা পেল ৪০টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার

ছিলোনা কোন নিজস্ব ভূমি কিম্বা ঘরবাড়ি। কখনো কেটেছে রাস্তার খাদে কখনোবা পরের জায়গায়। এখন তারা পেলেন ভূমি ও পাকা ঘর। এ যেন স্বপ্নের মতো।
রবিবার দুপুরে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের জমির দলিল ও ঘরের চাবি বুঝে পেলেন উপজেলার ৪০টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার।
সকাল ১১ টায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গনভবন থেকে সারাদেশে ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে সেমি-পাকা ঘর হস্তাান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর দুপুরে উপজেলার ৪০ জন ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল এসব পরিবারের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন ও ইউএনও সৈয়দা নাফিস সুলতান এসব গৃহহীন পরিবারের হাতে দলিল ও চাবি তুলে দেন। উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের মকিমপুর গ্রামের বিধবা চায়না খাতুন
(৫০) ঘর পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন “কোনদিন ভাবিনি নিজের একটি ঘর হইবো, তাও আবার পাকা ঘর। সারাজীবন ক্যানেলের পাশে সরকারি জায়গায় ঘুপচি ঘর তুইলা বাস করছি। এখন শেখের বেটি আমাগো ঘর দিছে, কি যে খুসি লাগতেছে তা কইতে পারুম না। খাই না খাই এখন পাকা ঘরে আরামে শান্তিতে ঘুমাইতে পারুম। আল্লাই শেখের বেটি হাসিনা কে বাঁচায় রাখুক। শুধু চায়না খাতুন নয় তার মতো ঘরের চাবি ও জমির দলিল হাতে পেয়ে অনুভুতির কথা ব্যক্ত করেন। অসহায় ভূমিহীন-গৃহহীন আনেছা খাতুন, আরা খাতুন, আবু তাহের, নাজমুল, শ্যমল কুমারসহ ৪০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যরা।
আনেছা খাতুন নামে এক অসহায় নারী তার অনুভুতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ছিলাম রাস্তার ভিখারি এখন হলাম লাখপতি, মানুষের বাড়িতে কাজ করে জীবন চালাতাম, নিজের কোন মাথাগোঁজার ঠাই ছিলোনা। কোনদিন

স্বপ্নেও ভাবিনি এমন একটা পাকা ঘর পাবো। চায়না, আনেছাদের মতো ঘর পাওয়া সবাই এভাবেই তাদের অনুভুতি ব্যক্ত করেন।
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে প্রথমে ৩০ টি ও পরে আরও ১০টিসহ মোট ৪০ টি পরিবারের হাতে আজ এই জমির দলিল ও ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভূমি কমিশনার ভূমি রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদ সদস্যের প্রতিনিধ রওশন আলী, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা, প্রেসক্লাব সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু, পিআইও জামাল হোসাইন, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মহিউদ্দিন মাষ্টারসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, সাংবাদিক ও উপকারভোগীরা।

টানাবর্ষণে কালীগঞ্জের সড়ক গুলি এখন মরণ ফাদ !

কয়েকদিনের টানাবর্ষণে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ এলাকার সড়ক গুলি মরণ ফাদে পরিণত হয়েছে । কালীগঞ্জ হাসপাতাল সড়কটি একটি ব্যাস্ততম সড়ক। এই সড়কে প্রতিদিন আনুমানিক ৩ হাজার মানুষ চলাচল করে । এছাড়া এই ব্যাস্ততম সড়কে চলে ভ্যান, অটো, প্রাইভেট, ট্রাক সহ ইজিবাইকের মত যানবাহন।

ব্যাস্ততম এই সড়কটির মেইনবাস্টান্ড থেকে কালীগঞ্জ বাজারে আধা কিলামিটার দূরে ৩নং ওয়ার্ডের পুরাতন হাটচাদনী মোড়ে নলডাঙ্গা রোডে রাস্তা ভেঙ্গে বড় খানা খন্দ তৈরী হয়েছে । রবিবার সকাল গিয়ে দেখা গেছে পৌর এলাকার সরকারী এম ইউ কলেজ রোড, নলডাঙ্গা রোড, মধুগঞ্জ বাজার, কলাহাটা সড়ক, হাসপাতাল সড়ক, কালাবা জার সড়ক, কাশিপুর সড়ক নিমতলা বাস স্টান্ড, থানা রোড সহ বিভিন্ন সড়কের মাঝ খানে অসংখ্য ছোট বড় গর্ত তৈরী হয়েছে। অনেক সাইকল ভ্যান সহ বিভিন্ন যানবাহন এবং সড়কে চলাচলরত মানুষকে ঐ ভাঙ্গা গর্তে পড়ে

যেতে দেখা গেছে । দীর্ঘ্য দিন ধরে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকায় সড়কটি চলাচলকারী যানবাহন সহ পথচারীদের গলার কাটা হয় আছে। কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এটি একটি মরন ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে যশোর ঝিনাইদহ জাতীয় মহাসকটিতে যেন রাস্তা নয় পুকুরের মেলা বসেছে। এই সড়ক দিয়ে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর বিভাগের সাথে খুলনার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কয়েক দিনের ভারী বর্ষনে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে রাস্তায় ।

সড়কে চলাচল কারী রূপসা বাসের চালক সজল বলেন, সড়কটিতে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জীবনর ঝুকি নিয় চলাচল করতে হচ্ছে, বিভিন্ন সময় বাসের চাকা গর্তে পড়ে এক্সেল ভেঙে যাচ্ছে, ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি হচ্ছে ।

নিরাপদ সড়ক চাই(নিসচা) কালীগঞ্জ উপজলা আহবায়ক শিপলু জামান বলন, যত দ্রুত সম্ভব কতৃপক্ষ রাস্তা গুলো মেরামত না করলে যানযট ও জন দূর্ভোগ কমবে না, দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে ভাঙ্গাচোরা সড়কগুলি অনেক বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ।

কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের মডারেটর ইজাজ আহমেদ উৎস বলেন, এই সড়কর মাঝে এমন একটি ক্ষত গত কয়েক মাসেও কোন রকম মেরামত বা কর্তৃপক্ষর নজর না পড়ায় এক প্রকার হতাশা ব্যক্ত করছেন এই সড়কে চলাচলকারী জন সাধারণ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
এ ব্যাপার কালীগঞ্জের পৌর মেয়র আশরাফুল আলম বলেন, সড়কের টেন্ডার হয়ে গেছে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে।

ঝিনাইদহে হতদরিদ্রর হাত থেকে প্রত্যায়নপত্র কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহে হতদরিদ্রর হাত থেকে প্রত্যায়ন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তার অনুগত লোক এই

ঘর না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে হতদরিদ্র রবিউলের কাছ থেকে ঘরের প্রত্যায়নপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে ভুক্তভোগীর অভিযোগ। রোববার সকালে ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে ১’শ ৮৭ জন ভূমি ও গৃহহীনদের চাবি ও প্রত্যায়নপত্র দেওয়া অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সদর থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহিন জানিয়েছেন কেড়ে নেওয়া হয়নি পরে সরকারী আরো ঘর করা হলে তাদেরকে ঘর দেওয়া হবে।

জানা গেছে, শনিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের ফকিরাবাদ গ্রামের মীর ইলিয়াস হোসেন সড়কস্থ ভুমিহীনদের প্রত্যায়নপত্র বিতরণের জন্য শিল্পকলা একাডেমীতে এক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে ঘর প্রদান করা হয়। রোববার এই সব ঘরের প্রত্যায়নপত্র ও চাবি হস্তান্তর করা উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। সকলকে এসব হস্তান্তরের পর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন হঠাৎ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হতদরিদ্র রবিউল দম্পত্তির কাছ থেকে প্রত্যায়ন কেড়ে নেন। সেসময় ঘরের প্রত্যায়ন না পেয়ে দু’জন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময় তারা অভিযোগ করেন ইউএনও স্যারের নাজির জাহাঙ্গীর হোসেনের অনুগত লোক ঘর না পাওয়ায় আমাদের কাছ থেকে প্রত্যায়নপত্র কেড়ে নিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য খুলনা বিভাগীয় কমিশনারসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ভুক্তভোগীরা।
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) সেলিম রেজা জানান বিষয়টি আমি জানি না। তবে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবো।

ঝিনাইদহে ভূমি ও গৃহহীনদের

মাঝে ঘরের চাবি বিতার

ঝিনাইদহে ১’শ ৮৭ জন ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

ভিডিও কনফানেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমি ও গৃহ প্রধান কার্যক্রম ২য় পর্যায়ের উদ্বোধন করলে ঝিনাইদহেও সুবিধাভোগিদের মাঝে চাবি হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচির অধিনে জেলায় মোট ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারী ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪’শ ৭ টি ঘর ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। বাকি ঘরগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঘর হস্তান্তর

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ